OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 271 - 280
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা কবিতা : একটি আন্তঃবৈষয়িক পাঠ

ড. অর্ণব সাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা
Email ID: arnabrai07@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Naxalbari Movement, Mediation, Memory, Archaic Imprint, Refraction, Collective Psyche, Presence of a Spectre.

Abstract
The Naxalite movement of late-60s to mid-70s in West Bengal marked a very significant imprint in our Bengali public psyche. It had a great infuence on Bengali literature also. In this article we have tried to grip the imapct of Naxalite movement on Bengali poetry in an inter-subjective mode. Bengali Poetry reflected this impact in two different forms: First, a romantic sympathy for the revolutionary youth who dedicated their life in this movement. Secondly, as almost all the Bengali poets came from a 'Bhadralok', middle-class, educated section, who always kept a safe distance from all social turmoils but carried a special kind of nostalgic empathy for those myrters, they expressed their own oppurtunist mentality along with a self-critique and a kind of despair and flouting their own self. This is the art of 'Mediation' which took place in this inter-subjective narrativity. Because, the 'Real' movement became a process of memory-writting here. We have also tried to distinguish the expression of those poets who actively participated in that movement and who curated the archaic imprints of those memories. Naxalbari movement always remained as a spectre-presence in Bengali poetry.

Discussion

"আমি কি জেনেছি সব — কোন ফুটপাতে সেই বন্ধুটির রক্তাক্ত রুমাল
সঙ্কেতচিহ্নের মতো পড়েছিল, কেন তার গন্ধ শুঁকে শুঁকে
প্রসূতিসদনে গিয়ে থেমেছিল সরকারি কুকুর?
(ধর্মযাজকের মতো সেই কুকুরের মুখ নিউজপেপারে নাকি অনেকে দেখেছে!)
সে কি ভূতগ্রস্ত? কেন পড়েছিল রক্তপুঁথি, কালোবাজারের দেশে
চেয়েছিল কৃষক বিপ্লব?
আমি কি জেনেছি তার—সেই বন্ধুটির—গুপ্তঘাঁটি কোন্ গ্রামে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কোন্ সূর্যালোকে?
সে কি কোনো মধ্যরাতে খড়বিচুলির পাশে ভ্রান্ত মানুষের মতো
জেগে ওঠে, একা?
কিংবা স্বপ্ন দেখে—এক গোপন পাহাড় প্রতিদিন
শহরতলির পথে ছায়া ফেলে, থানাপুলিশের গায়ে ছায়া ফেলে,
দূরে সাইরেন বাজে—ঘোর সন্ধেবেলা।

কবিতা লেখার পর সিগারেট খেতে হয়, যেমন সঙ্গমশেষে জল,
আমি সিগারেটপ্রিয়— আমি তো জেনেছি সব—সেই বন্ধুটিকে নিয়ে
কবিতা লেখার রীতি কতোখানি বাণিজ্যসফল।”[১]

রনজিৎ দাশের লেখা বিখ্যাত কবিতা — ‘সেই বন্ধুটির গল্প’। রচনাকাল — সত্তর দশকের মাঝামাঝি। বাংলা তথা গোটা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল যে রক্তাক্ত কৃষিবিপ্লবের প্রচেষ্টা — নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান, তার স্মৃতিচিহ্ন এই কবিতায়। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এই কবিতায় নকশালবাড়ি আন্দোলন তথা বসন্তের আপাতব্যর্থ বজ্রনির্ঘোষের স্মৃতি ধরা পড়েছে মূলত দুইভাবে— প্রথমত, এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে রাষ্ট্রের হাতে খতম হয়ে যাওয়া রাগী ও স্বপ্নদ্রষ্টা যুবসম্প্রদায়ের প্রতি একধরনের রোম্যান্টিক সহমর্মিতা ও সমর্থন, সেইসঙ্গে ওই রক্তাক্ত পথভ্রষ্ট রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনের প্রতি এক প্রগাঢ় নস্টালজিয়া, রোমাঞ্চ। নিজে অংশগ্রহণ না করেও সমাজের সমস্ত অংশকে নাড়িয়ে দেওয়া বিপ্লবের সঙ্গে গভীর একাত্মবোধ। দ্বিতীয়ত, এই কবিতার শেষাংশে রয়েছে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ এক উপলব্ধি। সেখানে এসে মিশেছে শ্লেষ, তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একধরনের হতাশা। কবির মনে হয়েছে, যে বিচ্ছিন্ন, গা-আলগা মধ্যবিত্ত শ্রেণির তিনি অংশ, সেই মধ্যশ্রেণির সিংহভাগের মতোই তাঁর নিজের কাছেও হয়তো নকশালবাড়ি আজ স্মৃতিবাহিত একটা পণ্য মাত্র। যাকে বাজারজাত করা যায় সহজেই। কারণ, আমাদের যৌথনির্জ্ঞানে বেঁচে থাকা এই আকস্মিক ও খণ্ডিত বিপ্লব-প্রচেষ্টার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমরা একে পণ্যায়িত করে ফেলেছি। ফলত, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা পেরিয়ে এর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ডিকশন তৈরি হচ্ছে।

এখানেই আমাদের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য ধরা পড়বে। নকশালবাড়ি আন্দোলন একটা বিস্ফোরক ঐতিহাসিক ঘটনা। যখনই কোনও ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাহিত্যে ‘ট্রান্সক্রিয়েটেড’ করা হয়, তখনই যেটা ঘটে, তাকে বলে—‘মিডিয়েশন’ বা ভাষা দিয়ে ‘মাধ্যমায়িত’ করা।[২] এবং এই ‘মিডিয়েশন’ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মূল ইতিহাস, তার ঘটনাবলি, সেই ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে লেখকসত্তার আন্তঃক্রিয়ার বিচিত্র চলাচল ঘটতে দেখা যায়। ফলত মূল ঐতিহাসিক ঘটনার ‘প্রতিসরণ’ ও ‘পুনর্লিখনের’ এক জটিল ও অন্তর্ঘাতী পরিক্রমা ঘটে। নকশালবাড়ির রাজনীতি ষাটের শেষ, সত্তরের গোড়ায় বাঙালি চেতনায় যে ব্যাপক অভিঘাত ফেলেছিল, তার সুদূর প্রভাব ছড়িয়ে আছে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা—থিয়েটার-চলচ্চিত্র-সমাজবিদ্যাচর্চা ও অন্যত্র। এই প্রত্যেকটি মাধ্যমের নিজস্ব গতিতে প্রভাবিত ও প্রতিসরিত হয়েছে নকশালবাড়ির ইতিহাস, তার সঙ্গে লেখক-শিল্পী-গবেষকের নিজস্ব এনগেজমেন্ট। বাংলা কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রেও ‘মিডিয়েশন’-এর প্রভাব পড়েছে এবং প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপাদান এই ‘মাধ্যমায়ন’-প্রক্রিয়াকে নিজের মতো করে গতিদান করেছে।

বিষয়টিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করা যাক। যেকোনও বিপ্লব-প্রচেষ্টা, বিশেষত অসমাপ্ত, কাঙ্ক্ষিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন না আনতে পারা ‘ব্যর্থ’ বিপ্লব-প্রচেষ্টাই পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনায় দ্বিমুখী ছাপ ফেলে। প্রথমত, একধরনের স্মৃতিবাহিত ‘নস্টালজিয়া’। দ্বিতীয়ত, সেই বিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার বিভিন্নধর্মী চেষ্টা। কখনও বিযুক্তি, কখনও ‘যুদ্ধে ছিলাম, স্বপ্নে আছি’-র বোধ, যা প্রাত্যহিক আপস, পুঁজিবাদী নৈতিকতার ভোগাকাঙ্ক্ষা ও নিজেকে ‘নিরাপদ’ ও ‘সুরক্ষিত’ রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এক অবরুদ্ধ বিপ্লবের স্বপ্নকে নিজের অন্তরে এবং অক্ষরে লালিত করার চেষ্টা।[৩] এভাবেই নৈতিকতা, রাজনীতি এবং এক নতুন নন্দনতত্ত্বের জন্ম হয়। মার্কসীয় ‘অ্যালিয়েনেশন’ বা ‘বিযুক্তি’র অংশীদার হয়েও কবি ‘একধরনের ইন্টেলেকচুয়াল প্র্যাক্টিসের মধ্য দিয়ে যুক্তি, বুদ্ধি ও আবেগের এক ঐক্য নির্মাণ করবে, এখানে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্যক্তি তাঁর চিন্তায় এবং অভ্যাসে যেন তাঁর নিজের সমাজের মূলস্রোত ভাবনা, যা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মতাদর্শ পরিচালিত, তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম। এককথায় বললে বুদ্ধি যেন পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ থেকে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে'।[৪] ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রবল বৈপ্লবিক উন্মাদনা এবং উদ্দীপনার পাশাপাশি প্রবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ছাপ বাংলা সাহিত্য, স্মৃতিকথা, সিনেমায় যেভাবে ফিরে ফিরে এসেছে তাকে অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাস একধরনের ভাঙন ও 'প্রেত-উপস্থিতি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁর একটি নিবন্ধে, যেখানে তিনি এই আন্দোলনকে স্মৃতিবাহিত করার প্রক্রিয়াটিকে ধরতে চেয়েছেন এইভাবে—

> "It synchronized with revolutionary eruptions across the globe...The revolution dreamt of a new order, but what really became a new source of enunciation was not by the uncanny synchronization of the revolt of the all the youth all over the planet. Thirtyb years on, the cinema that succeeded in incorporating the rupture in its body seems to hand us the remains of the times in unexpected shapes."[৫]

কিন্তু ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার 'শেষ মানবে'র তত্ত্ব, মুক্ত ভোগবাদী, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় আর কোনও 'নতুন বিপ্লবী মানবের আবির্ভাবে'র সম্ভাবনাকে চিরতরে অস্বীকার করা[৬] সত্ত্বেও বিপ্লবের স্পন্দ বেঁচে থাকে অসহনীয় সমকালীন মানিয়ে চলা আর নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার মধ্যেও এক তিক্ত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। উত্তর-সত্তরের 'আপাতত শান্তিকল্যান'[৭] পরিস্থিতি যাঁর কবিতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতার অংশ এখানে উল্লেখনীয়—

> "তবে শান্তি! কার শান্তি! হাজার কুকুর ঘোরে
> দুর্ভিক্ষের নবাবি বাংলায়
> গান গায় দরবারি কানাড়া, লেখে পোশাকি কবিতা
> তুমি মৃত! বহুদিন কবিতা লেখোনি! বহুদিন
> পরিচ্ছন্ন পোশাক পরোনি; ঘুরেছ উন্মাদ হয়ে
> উলঙ্গের, নিরন্নের দেশে—তাই তুমি—পোশাক ছেড়েছ
> তার অপরাধ।"[৮]

এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে নৈঃশব্দ্যের বাধ্যবাধকতা গড়ে তুলে সেই প্রবল সেন্সর এবং নিজের অবরুদ্ধ স্বপ্নের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্ষুধার্ত শরীর ও মৃত্যু। তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরই আরেকটি কবিতাংশে পাই এক তীব্র ব্যঙ্গ ও শান্তির এই রাষ্ট্রক্ষমতা-নির্মিত ছককে অস্বীকার করার তীক্ষ্ণ প্রয়াস—

> "বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী,/ কিন্তু এখন 'শান্তি, শান্তি'!/ স্রোতের মতো ধুঁকছে মিছিল/ উড়ছে পায়রা নধরকান্তি।"[৯]

অধ্যাপক অশোক রুদ্র বাঙালি কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের ভিতরের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সমন্বিত শ্রেণিচরিত্রটির উৎস খুঁজেছেন হাজারবছর ব্যাপী গড়ে ওঠা 'ভদ্রলোক' উচ্চবর্ণীয় শ্রেণির চৈতন্যে নিহিত ব্রাহ্মণ্যবাদী মননের ভিতরে।[১০] তিনি একটি বিখ্যাত লেখায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির এই চারিত্রিক দ্বৈধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

> "বাঙালি মধ্যবিত্তের এক বৃহৎ অংশ তো নিজেদের মার্কসবাদী বলেই ভেবে বসে আছে, অন্তত মার্কসবাদের ধ্বজাবহনকারী পার্টিদের উপর অন্ধ আনুগত্য অর্পণ করে বসে আছে। এই আদর্শবাদকে মেকি মনে করার কোনও কারণ নেই। সাম্যবাদে আস্থা, সমাজের উন্নয়ন কামনা করা এবং একই কালে ব্যক্তিগত জীবনে ও যৌথ-আন্দোলনে সুবিধাবাদী হওয়া— এই মিশ্রণ খুব অত্যাশ্চর্য নয়, ব্যতিক্রমও নয়...নিঃস্বার্থ ও কলঙ্কশূন্য বিদ্রোহের ধারা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে বহুদিন কায়েমি থাকা সত্ত্বেও সমাজ-পরিবর্তনের ভূমিকায় তা যে খুব সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, তার কারণ নিহিত আছে বাঙালি মধ্যবিত্তের চরিত্রের অপর একটি প্রবণতায়। এই প্রবণতাটি হল ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভের প্রবণতা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> বাঙালির শর্টকাট্-এর প্রতি খুব লোভ। বাঙালি বড়ো অধৈর্য...(বাঙালির) আধুনিকতা বিষয়ে আগ্রহ সবটাই মেকি নয়। কিন্তু এই আগ্রহের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত মনে বিনাদ্বন্দ্বে সহাবস্থান করে কুসংস্কার। এই সমাজভুক্ত খুব কম লোকের কথাই ভাবা যায় যারা জ্ঞানত ও অজ্ঞানত নানাপ্রকার কুসংস্কার মেনে চলছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের কথা যারা টি এস এলিয়ট বা আলব্যেয়র কামু, বেরটোল্ট ব্রেখ্ট বা ইয়োনেস্কো নিয়ে মাতামাতি করে, কিন্তু যাদের বাড়িতে সাঁইবাবার ছবি টাঙানো থাকে, যারা আমেরিকার আধুনিকতম কবিদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তাদের চেয়েও বেশি উৎকট কবিতা লেখে, আবার একই কালে হাতে বা গলায় তাগা-তাবিজ বাঁধে, কালীঘাটে পূজাও দেয়, যারা কেমব্রিজ বা হার্ভার্ডকে পীঠস্থান বলে মনে করে, কিন্তু ভ্রমণ করতে বের হয়ে গয়াতে পিণ্ডও দিয়ে আসে, কাশীতে, বিশ্বনাথ ধামে পূজাও দিয়ে আসে।”[১১]

উত্তর-নকশালবাড়ি পর্বে বাঙালির দরবারি, মেইনস্ট্রিম মার্কসবাদী সরকারের ক্রমাগত বৈপ্লবিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার একটা বড়ো কারণও বাঙালির এই চারিত্রিক লক্ষণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। অর্থাৎ, বিপ্লবী প্রতিশ্রুতি ও স্বপ্ন নিয়ে এগোতে থাকা একটি কমিউনিস্ট পার্টিও শেষ অব্দি আমলাতান্ত্রিক জাঁতাকলে আটকে পড়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক রণবীর সমাদ্দার তাঁর বিখ্যাত লেখায় একেই প্রখ্যাত ইতালীয় মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্তোনিও গ্রামশি কর্তৃক ব্যবহৃত ‘প্যাসিভ রেভোলিউশন’ বা ‘নিষ্ক্রিয় বিপ্লবে’র সমতুল্য বলেছেন। রাষ্ট্রের যান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ক্রমশ এক নতুন যান্ত্রিকতা নির্মিত হয়। মার্কসবাদ ও বিপ্লবী রাজনীতির আত্মত্যাগ, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, ছাত্র-যুবরভ প্রবল প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টার প্রতি মানুষের ভশ্রদ্ধা, নস্টালজিয়া ও আনুগত্যের অনুভূতিকে ব্যবহার করতে গিয়ে সিপিআইএম পার্টি এই ‘নিষ্ক্রিয় বিপ্লবে’র কারিগর হয়ে ওঠে। রণবীর সমাদ্দারের ভাষায়—

> “Un-fortunately Left Front’s thinkers and policy makers thought that class struggles were over with Left Front’s coming to governmental power, and that classes and masses were going to follow in a docile manner the party and the government’s commands and advice. This was the Left’s own version of ‘History coming to an end” ... He (Gramsci) coined a specific phrase that will aptly describe the mood of the intellectuals of the Left Front rule : ‘intellectual idealism’.”[১২]

সত্তরের শেষদিক থেকে নকশালবাড়ির প্রেত-ছায়া যতো বেশি মানুষের মন থেকে ফিকে হতে শুরু করল, একদিকে নয়া কায়েমি সুবিধাবাদী স্বার্থ আর জাগতিক ভালো থাকার লোভ যতো বেশি করে মানুষকে সক্রিয় রাজনৈতিক এনগেজমেন্ট থেকে দূরে সরিয়ে আনল, বাংলা কবিতায় নকশালবাড়ির উল্লেখ ততোই এক তীব্র, তেতো, বক্র মেজাজ নিয়ে এল। ব্যঙ্গ হয়ে উঠল তার অন্যতম আয়ুধ। নকশালবাড়ি নিয়ে তাঁর অন্যতম তাত্ত্বিক গ্রন্থে রবীন্দ্র রায় দেখিয়েছেন, উত্তর-বিপ্লবী পর্যায়ে মানুষ চারিপাশের ভিতরে সেই বিপ্লবের আর কোনও সম্ভাবনা আর দেখতে পায় না। বিপ্লবের কথা হয়ে ওঠে এক হারানো স্বর্ণ-অতীত, নয়তো নিজেদের করা ভ্রান্তির সমালোচনা অথবা ব্যর্থ হাহাকার। নিরন্তর মৃত্যুর এক অবসাদগ্রস্ত স্মৃতিতে তার ভাষা উন্মাদনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা ওই মুছে-যাওয়া বিপ্লবের প্রেতগ্রস্ত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনায় তার ভাষায় ধরা পড়ে লুনাটিক লক্ষণ। সে কখনও পারিপার্শ্বিকের শঠতা, নিশক্রিয়তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করে। যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সরাসরি কঠোর সমালোচনা করে বলে ওঠেন—

> “সুভাষ! যা দেখেছেন যশোহরে, মণিরামপুরে; যে পিশাচ
> জল্লাদ মেহের আলি—তার কীর্তি, পাশবিক ধর্ষণ ও নরহত্যা :
>
> চোখে কি পড়েনি, অন্য-এক অবাক বাংলায়, যা আপনাদের স্বদেশ,
> সেখানে
> ওই কালো ছায়া—ওই ভয়ঙ্কর মুখ!”[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অথবা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সমকালীন প্রাতিষ্ঠানিক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রতি শাণিত বিদ্রুপ ঝলসে উঠেছে। যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'উলঙ্গ রাজা'র মতো কবিতা লিখেছেন, আজ তাঁকে, তাঁরই সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

"হেইও হো! হেইও হো!
পোষাক ছাড়ো, নীরেন! তুমি,
তুমিও ন্যাংটো!
কিন্তু ঘরে তেমন একটি
আয়না রাখে কে?...
নীরেন, তোমার ন্যাংটো রাজা পোষাক ছেড়ে
পোষাক পরেছে!
তোমার যে আজ মাইনে বেড়েছে!"[১৪]

অথবা সমীর রায়ের কবিতায় সুবিধাবাদ আর শোধনবাদের প্রতি ধিক্কার ঠিকরে ওঠে। সমবেদনা গভীর হয় নিহত নকশাল ছেলেদের জন্য। এক তীব্র পাগলামি তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এইরকম পঙ্‌ক্তি—

"আমাদের আর তোমাদের যুবকেরা যাতে গিনসবার্গ আর ইভতোশেঙ্কো পড়ে
রেড আর্মির গান ভুলে যেতে পারে
সুভাষ মুখুজ্জেরা যাতে সোভিয়েত দূতাবাসে বা ইসকাসের জলসায়
ভদকার গেলাসে চুমুক দিয়ে নিজের মায়ের ঠোঁট লোহার পেরেকে বাঁধে
তারই জন্য দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে চুক্তিপত্রে সই নিতে সোভিয়েত মিশন আসে।...
তাই ঢাকুরিয়া পোলের পাশে বাইশ বছরের বিল্লু মিলিটারি পুলিশের
গুলি খেয়ে পড়ে থাকে
ইটানগরে ষোল বছরের কৃষকের বউ ফুল্লরা তাঁতি আর বেলেঘাটার
মিঞাবাগান বস্তির মেয়ে অসীমা পোদ্দার ধর্ষিতা হয়...
আমার বন্ধু অমিয় আর কনিষ্ঠ ভাই দ্রোণকে কারারক্ষী পিটিয়ে মারে..."[১৫]

কবি অঞ্জন করের কবিতায় নিজের মধ্যবিত্ত সত্তার দূরগত অবস্থান, আবার একই সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে সংগ্রামী আত্মীয়তার আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা ও আবেগ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন কণ্ঠস্বর তৈরি করেছে। তাঁর লেখায় নিজের শ্রেণি-অবস্থানগত সীমাবদ্ধতা নিতে এক প্রবল সচেতনতা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষত বরানগর গণহত্যার পর শাসকশ্রেণি এবং নিরাপদ দূরত্বে থাকা মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগীরা যখন নকশালপন্থী যুবকদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'সমাজবিরোধী', 'উচ্ছৃঙ্খল' বলে দাগিয়ে দিচ্ছে, তখন সবকটি মূলধারার সরকারি রাজনৈতিক দলের প্রতিই তাঁর ক্ষোভ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ঠিকরে ওঠে কবিতায়—

"আর এদিকে ভেল্‌কি বদল, গুটিয়ে তামাম ঝান্ডা
এক থালাতে গিলছে গরাস সকল দলের পাণ্ডা।"[১৬]

নিজের মধ্যবর্তী অবস্থানকে এই কবি ব্যঙ্গ করেছেন সবচেয়ে বেশি—

১

"কি হে কর সাহেব, দিন যাচ্ছে, কেমন?
তাগড়াই চোয়ালটাকে ঠান্ডা করে
ধোপদুরস্ত গলায়
বললুম—এই চলছে আর কি।"[১৭]

২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"দেখে শুনে
ঘরগুলো সব গরম হয়ে উঠছে
তামাম দেয়াল জুড়ে চুন সুরকির ধস
সুতরাং ঘরেও নয় বাইরেও নয়
তবে কোথায়?
ভাবছি
কোথায়?"[১৮]

কবি শম্ভু রক্ষিত লেখকের নিজস্ব বিপ্লবী সত্তাকে ক্রুদ্ধ আত্মজিজ্ঞাসার মুখে দাঁড় করান। সেখানে বিপ্লবী বিষয়ী কবি নিজে, যিনি কখনোই সমালোচনার ঊর্ধ্বে কোনও অতিমানব নন। আসলে আত্মসমালোচনার অবস্থানের ভিতরেও রয়ে যায় এক মহান হবার অহং। আত্মত্যাগ ও মহানতার বয়ানটিরও সমালোচনা কবিরা নিজেরাই করেছে। জরুরি হল আত্মতার বিষয়ী বিপ্লবী কবির মানবতাবাদী বয়ানটিকে 'সমস্যায়িত' করা। শম্ভু রক্ষিতের কবিতা 'রাজনীতি'—

"আমি আসলে গ্রাম-ফ্রামকে ভালোবাসি না, গ্রামের জন্য
কখনও কিছু
করার কথাও আমি ভাবি না
আমার যেন একটাই কাজ
জেগে-ওঠা চোখ বাহু মুখ ইত্যাদি দেখে তাদের ভবিষ্যৎ বলা
আমি গৌরবময় অস্তিত্বের প্রকৃতি বুঝতে পারি
আমি প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়ানো নির্জনতাকে গ্রাস করি, ফেটে পড়ি
আমি ঘুরে দাঁড়াই এবং সবকিছুর সরলীকরণ করি।"[১৯]

বাংলায় দীর্ঘদিনব্যাপী চলতে থাকা একরৈখিক মার্কসীয় আদর্শবাদ একধরনের মধ্যবিত্ত চর্চার গণ্ডিতে আটকে গিয়ে চলমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং তার রিপ্রেজেন্টেশনের প্রকৌশলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সামসুল হক তাঁর 'ছাপাখানার ভূত' কবিতায় বলছেন—

"প্রুফ কে দেখেছে তাকে এখুনি ডাকুন
এমন ছাপার ভুল মাতালেরও সাধ্যের অতীত
বুঝি না কেমন করে 'মনন' 'হনন' হয়ে যায়
'প্রেম' হয় 'প্রেত'
বুঝি না কেমন করে 'জনগণ' 'জড়গণ' হয়
...
প্রুফে ভুল নেই আর ওরা বলছে কম্পজ নির্ভুল
তাহলে কেমন করে
'কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুরের সেই পিতা...'
ছাপা হয়
'কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুরের সেই চিতা।"

যে মৃত্যু, চরম হতাশা ও এক তীব্র ডিসটোপিক পরিস্থিতির স্মৃতি ফিরে ফিরে এসেছে কবিদের কলমে, তাহলে ইতিহাসের অসংখ্য ভুলে যাওয়া মৃতদেহ যারা ইতিহাসের প্রতিশীল, মানবতাবাদী ও আশাবাদী বয়ানটিকে পর্যুদস্ত করে বারংবার। মৃতের পথ ধরে এক বিকল্প ইতিহাস রচিত হয়। মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'আগামী' কবিতায় লেখেন—

"সেদিনও এমন রাত, থমথম, ভূতুড়ে বাতাস;
থেকে থেকে পিস্তলের শব্দ হল, এইবার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হেলায় অলিন্দযুদ্ধে অন্য নামে জিতে গেছে বিনয় বাদল,
শীতাতপ ভেদ করে সূর্য সেনের ছেলে ঢুকে গেছে ঝলমলে ক্লাবে;
অন্য নামে ততক্ষণে কলকাতা পৌঁছে গেছে সিধু কানহু চাঁদ ও ভৈরব;
ষাট হাজার সিপাহি মঙ্গল পাঁড়ে স্থির ও সঠিক লক্ষ্যে
ঘোরাল বন্দুক;
ধরো, সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ।
ভাবো, সেদিনের উৎসব। বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ।”[২০]

রবীন্দ্র রায় তাঁর ‘The Naxalites and Their Ideology’ (1988) গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাস্তবের বঞ্চনা ও নিজেদের জীবনযাপনে সেই বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন সুরক্ষিত এক রাজনৈতিক অস্তিত্বকে প্রশ্ন করেছিল নকশালবাড়ির বিপ্লবীরা। বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে সমালোচনার চেয়ে তারা সরাসরি নিজের জীবনে সেই লড়াইকে যোগ করতে চেয়েছিল। উত্তর-বিপ্লবী সময়ে যখন চারিপাশের পরিস্থিতির মধ্যে যখন সেই বিপ্লবের সম্ভাবনা আর দেখা যায় না, তখন বিপ্লবের ভাষ্যকে অতীত মনে হয়। বিপ্লবের কথা, হয় নস্টালজিয়া আক্রান্ত এক স্বর্ণ অতীত, নয়তো এক ভ্রান্তির সমালোচনা ও হাহাকার হয়ে ওঠে এক সময়ের বিপ্লবীদের কাছে। তাই ‘বিপ্লব’ পুরোপুরি স্মৃতিতে চলে যাবার পর এক অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তনের প্রেত-সম্ভাবনা ফিরে ফিরে এসেছে। ফাল্গুনী রায় তাঁর ‘আমার রাইফেল, আমার বাইবেল’ কবিতায় লেখেন -

“পেটোর বদলে দুটো কবিতা পকেটে নিয়ে গল্পকবিতার দিকে হাঁটি এই
পথে একজন অগ্নিযুগের বিপ্লবীর নামে রাস্তা ও বাজার আছে, আছে
সত্তর দশকের একজন শহিদের জন্য একটি শহিদবেদি এই পথে।”[২১]

এ প্রসঙ্গেই, ধরা যাক, নকশালবাড়ি আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেওয়া কবি তিমিরবরণ সিংহের একটি ক্ষুদ্র কবিতার কথা। তিমিরবরণকে পুলিশ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে পিটিয়ে মারে। একজন সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে তিমিরবরণ যখন কবিতা লিখছেন, তাঁর ওই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের তাপ তাঁর কবিতার শরীরে লেগে যাচ্ছে। কবিতাটির নাম ‘ও পাগল’—

“ও পাগল, ও পথ তুই মাড়াসনে মাড়াসনে
ও পাগল, পাগলামি তুই ছাড়
ঘরে তোর মুমূর্ষু বোন
পাগলামি তুই ছাড়

বল তো
শহিদ হওয়া কি আমাদের পোষায়?”[২২]

এখানে বিপ্লব এক দিব্য পাগলামির জন্ম দিয়েছে, কবি নিজেই যার শরিক। যার জোরে কবি শহিদত্বকেও তুচ্ছ করছেন। যে বিশেষ মানসযাপনে নকশালবাড়ির এই শহিদ কবিরা বেঁচেছিলেন, তার ভিতর যে বৈপ্লবিক উন্মাদনা ছিল, তা, সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছাড়া আর কারও পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আরেক নকশাল কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ, যিনি ২৪ মাঘ, ১৯৭১ হুগলি জেলে শহিদ হন, তাঁর ডায়ারি পড়লে এই দিব্য উন্মাদনার পরতে পরতে প্রবেশ করা যায়। দ্রোণাচার্য ঘোষের কবিতায় রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত প্রেমের অনুভূতির এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়। সেই স্পষ্ট বোধ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবং তার উপযোগী ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা প্রত্যক্ষ আন্দোলনের আঁচ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা কারোর পক্ষে লেখা হয়তো সম্ভব নয়। তাঁর ভাষা ব্যবহারের মধ্যেই সেই প্রত্যক্ষতা লক্ষণীয়—

> "সেই হিংস্র চতুরতা ভেঙে দিয়ে চরম নির্দেশে/ এবার বন্দুক তোলো; যেরকম বয়স আড়ালে/ খুলে যায় লোকায়ত সময়ের সিঁড়ির কিনার/ সাম্যবাদের রূপ খুঁজে পেতে দৃঢ়...এখন সময় নেই পান করি অসহায় চরিত্রের মদ/ তীক্ষ্ণ বুলেটের মুখে বস্তুত এখন প্রয়োজন/ শ্রেণিশত্রু নিধনের কঠিন কঠোর এক দৃঢ় সংগঠন।"[২৩]

কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলন যখন অস্তমিত, সুদূরের স্মৃতি, তখনও অজস্র কবির লেখায় রয়ে গেছে নকশালবাড়ির প্রত্নছাপ। এই প্রত্নছাপ হল একধরনের সরণ, এক বাস্তব ইতিহাসের ভগ্নাংশে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া। একে আমরা বলতে পারি নকশালবাড়ি আন্দোলনের আন্তঃবৈষয়িক প্রতিসরণ। যেমন, গৌতম চৌধুরীর একটি কবিতা— 'জিরাফ'। ১৯৭১-এর ২২ এপ্রিল, সিপি আইএমএলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কলকাতা শহরের বুকে নিষিদ্ধ পার্টির একটি গেরিলা কায়দায় মিছিল বেরিয়েছিল। গৌতম চৌধুরীর 'হননমেরু' (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থের এই উল্লিখিত কবিতায় সেদিনের অস্পষ্ট স্মৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা পড়েছে —

> "সে বছর জিরাফেরা এপ্রিলের বাইশে বিকেলে
> মেতেছিল দল বেঁধে, ধান, গম জনারের মাঠ
> ছেড়ে, ঘুড়ি ওড়ানোতে। ট্রেজারির অস্পষ্ট নিকেলে
> অশোকস্তম্ভের সিংহ নড়ে উঠল তারপর, তল্লাট
> জুড়ে বেজে উঠল গম্ভীর সাইরেন, চলল তাঁতকল
> বোনা হতে থাকল রাশি রাশি খাটো প্যান্ট উর্দি টুপি
> পরমবীরচক্রের ঘর্ঘর আওয়াজে প্রোটোকল
> ভেঙে দিয়ে নীলাঞ্জনঘন ফণা তুললেন উলুপী
> জিরাফগুলির গলা ততদূর লম্বা ছিল না, যে
> নিষিদ্ধ গাছের ফল টুক করে গিলে ফেলবে দ্রুত
> এবং অদৃশ্য হবে, তা ছাড়া অনেক আজেবাজে
> ভেড়া ও ছাগল ছিল ঘাপটি মেরে। আজও ঢের সুতো
> লাটাইয়ে জড়ানো আছে, ঘুড়ি নেই, উড়ে যাচ্ছে চিল
> পড়ন্ত রোদের নীচে দু-মাইল বাইশে এপ্রিল।"[২৪]

'ভাষা' পত্রিকার ১৯৮৫ সালের একটি সংখ্যায় এই আন্দোলনের স্মৃতি নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন চৈতালী চট্টোপাধ্যায়— 'মরূদ্যান'। এই কবিতার বিষয়বস্তু নকশালবাড়ির স্মৃতি থেকে আরম্ভ করে অনেকটা দূরে সরে এসেছে, সচ্ছল জীবনযাপনের বিপ্রতীপে আজকের নাগরিক ভারতবর্ষের দারিদ্রপীড়িত ফুটপাতে নেমে এসেছে তার দৃষ্টি –

> "আমি বিপ্লব দেখিনি।
> নকশালবাড়ির রাতে দাদা রোজ অন্য বাড়িতে শুতে যেত
> রেডবুক, স্টেনসিল পকেটে পুরত, আর, তারপর
> আমাদের হাতিবাগানের পাড়া লক-আপে পৌঁছত।
> আমি রোজ মাখন-মাখানো রুটি খেতে খেতে ভাবতাম,
> খুব খুন হলে,
> পুলিশের ভয়ে মুখ নীল হয়ে গেলে,
> বিপ্লব পালিয়ে যায়?

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমি কখনও বিপ্লব দেখিনি।
শুধু, এই দেশে
রাস্তায় পড়ে থাকা মোটা পাইপের মধ্যে
অন্নপূর্ণাদের
সংসার পাততে দেখেছি।"[২৫]

সুব্রত সরকারের কবিতার একটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করব। তাঁর 'গতজন্মের ঋতু' (১৯৮৬) কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা—'কলোনীর মেয়ে'। এখানে প্রেমিক পুরুষটি কলোনির গরিব মেয়েটির হাতে সামান্য টাকা গুঁজে দিয়ে তার শরীর নিয়ে খেলছে আর এই অসহায় দৃশ্যের ভিতর ঢুকে পড়ছে নকশালবাড়ির স্মৃতি—

"কয়েকটি ময়লা নোট ও সামান্য কিছু জ্যোৎস্নার বিনিময় হয়
গ্রন্থসঙ্কুল আকাশের নীচে, মহাজাগতিক কিরণ ও দেবতাকে তুচ্ছ করে
টিনের কারখানার দুর্ধর্ষ পাঁচিলের গায়ে অবশেষে
আলকাতরা দিয়ে লেখা বিপ্লবের অমোঘ বাণী সর্বস্বান্ত করে
শোনা যায় পিস্তলের রোমাঞ্চকর শিস নয়, চুম্বনের গূঢ়তম ধ্বনি।"[২৬]

এভাবেই বাংলা কবিতায় নকশালবাড়ির মূল ইতিহাস বিচিত্র ছন্দে-উপমায় বেঁকে-চুরে গেছে। তার বিষয়বস্তুগত সরণ ঘটেছে। এই প্রতিসরণই আন্তঃবৈষয়িকতা। যা নিয়ে আমাদের আলোচনা।

Reference:

১. দাশ, রণজিৎ, সেই বন্ধুটির গল্প, *রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

২. দ্র. In Literary and Cultural studies 'Mediations' refersto the transformational process by which reality, ideas or experiences are shaped, altered and transmitted through intermediary structures — such as language, genre, social institutions or media technologies — before reaching an audience. Chandler, Daniel & Munday, Rod, *A Dictionary of Media and Communications*, OUP, 2020.

৩. ১৯৭৮-১৯৭৯ সাল নাগাদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসএফ নামক র‍্যাডিকাল ছাত্রসংগঠনের গতরফে প্রকাশিত ১৯৭০-১৯৭১-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই মৃত নকশালপন্থী ছাত্রদের লেখা, তাঁদের সম্পর্কে স্মৃতিকথার একটি সংকলন। নাম— যুদ্ধে ছিলাম, স্বপ্নে আছি। এই কৃশ সংকলনটির ভাবনা বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বিপ্লবের দূরাগত স্মৃতি কীভাবে পরাজিত, ব্যর্থ বর্তমানের যন্ত্রণা ও সেই মৃত বিপ্লবের স্বপ্নকে এক কাল্পনিক অভ্যুত্থানের আদলে ধরে রাখতে চায়।

৪. দ্র এই বিশেষ দৃষ্টিকোণের জন্য, সেনগুপ্ত, সম্রাট, কে আসে বিপ্লবের পরে? *প্রতিবাদের পাঠক্রম*, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০২২, পৃ ৩৮-৮৩

৫. Biswas, Moinak; 'Speaking Through Troubled Times', *Journal of Moving Images*, Vol. 6, 2007, Department of Film Stuadies, Jadavpur University.

৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man, New York, The Free Press, 1992

৭. ঘোষ, শঙ্খ, আপাতত শান্তিকল্যাণ, *শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১২৪; প্রবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে যে শ্মশানের শান্তি কায়েম করা হয়, তাকে বোঝাতেই কবি শঙ্খ ঘোষের এই আইকনিক শব্দবন্ধ। এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে অন্য একটি বাংলা উপন্যাসেও। দ্র রায়, দেবেশ, আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে। প্রতিক্ষণ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 271 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৮. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, *বীরেন্দ্র সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৫১
৯. তদেব, পৃ. ৬
১০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র রুদ্র, অশোক, ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৯
১১. রুদ্র, অশোক; সত্তর দশক ও বাঙালি মধ্যবিত্ত, আচার্য, অনিল সম্পাদিত, *সত্তর দশক, খণ্ড দুই*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮
১২. Samaddar, Ranabir; 'Forward', Dutta, Nilanjan, *Rights and the 'Left': West Bengal 1977-2011*, Setu Prakashani, Kolkata, 2015, pp. i-x
১৩. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, *বীরেন্দ্র সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ.৫৬
১৪. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, নীরেন, তোমার ন্যাংটো রাজা, *মানুষখেকো বাঘেরা বড়ো লাফায়*, কলকাতা, ১৯৭৩
১৫. রায়, সমীর; স্তালিনের কফিনবাহকেরা স্তালিনকে মেরেছে লেনিনকে আহত করেছে, *রণপায়ে হেঁটে যাব*, বুকমার্ক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১
১৬. কর, অঞ্জন; বরানগর, ১৩ আগস্ট, *দিন গুনছি*, বারাসত, ১৯৭৪
১৭. কর, অঞ্জন; দিন গুনছি, *দিন গুনছি*, বারাসত, ১৯৭৪
১৮. কর, অঞ্জন; ভোঁকাট্টা, *দিন গুনছি*, বারাসত, ১৯৭৪
১৯. রক্ষিত, শম্ভু, রাজনীতি, *কলকাতা পত্রিকা*, ১৯৭৫, পৃ. ৬৮
২০. দাশগুপ্ত, মৃদুল; আগামী, *কবিতাসমগ্র*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৬
২১. রায়, ফাল্গুনী, আমার রাইফেল আমার বাইবেল, পুরকায়স্থ, রাহুল সম্পাদিত, *বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা রক্তাক্ত সত্তরের কবিতা-দলিল*, ধানসিড়ি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৮২
২২. সিংহ, তিমিরবরণ, ও পাগল; *ঘৃণা ভালোবাসা ধ্বংস ও সৃষ্টির কবিতা, নকশালবাড়ি (সংকলন)*, ১৯৯৯
২৩. ঘোষ, দ্রোণাচার্য; বস্তুত এখন প্রয়োজন, *অনুষ্টুপ পত্রিকা*, ১৯৮৩
২৪. চৌধুরী, গৌতম; জিরাফ, *হননমেরু*, কলকাতা, ১৯৮০, ১৯৭১-এর ২২ এপ্রিল, সিপি আইএমএল-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কলকাতার বুকে একটি গেরিলা কায়দায় মিছিল বেরিয়েছিল। সেই পটভূমিকে মনে রেখে কবিতাটি লেখা।
২৫. চট্টোপাধ্যায়, চৈতালী, মরুদ্যান, পুরকায়স্থ, রাহুল সম্পাদিত, *বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা*, তদেব, পৃ. ১২১
২৬. সরকার, সুব্রত; কলোনির মেয়ে, গত জন্মের ঋতু, *কবিতা সংগ্রহ*, রাবণ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭০